53

তারিখ ..09.MAR..1996 ... ..
পৃষ্ঠা · ২ কলাম ··· ৭.....

দৈনিক ইত্তেফাক

অষ্টম শ্রেণীর 'কৃষিশিক্ষা' বই প্রসঙ্গে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষা বছরের জন্য অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ধারিত 'কৃষিশিক্ষা' বইটির পশু পালন ও মুরগী পালন অধ্যায় পড়িয়া আমি যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। এই অধ্যায়ের অজস্র বানান ভুলের পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশনা ও ভুল তথ্য শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করিবে। এ বিষয়ে সবিস্তার উল্লেখ না করিয়া মাত্র দুই-একটি উদাহরণ কর্তৃ-পক্ষের জ্ঞাতার্থে তুলিয়া ধরিতেছি।

পশু পালন অধ্যায়ে প্রথমেই বিভিন্ন বয়সের পশুর একটি পরি-চিতি দেওয়া আবশ্যক ছিল। বাছুরের রোগের উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সাথে কোন্ বয়সের গরুকে বাছুর, বকন বা গাভী বলা হয় তাহা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত ছিল। উল্লেখিত বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসাবে বাদলা, তড়কা, গলাফুলা, জলাতঙ্ক রোগের উল্লেখ রহিয়াছে। অথচ বাদলা রোগ বাছুরের রোগ নহে। ইহা মূলত ৬ মাস হইতে ২ বছর বয়সের গরুর রোগ। তেমনি তড়কা ও গলাফুলা সব বয়সের গরুর রোগ। অনুরূপ জলাতঙ্ক সকল প্রজাতি ও বয়-সের পশুসহ মানুষের রোগ, যাহা শুধু বাছুরের রোগ হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে না। অন্য-দিকে বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগ এন্টারোটকসেমিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদির উল্লেখ করা হয় নাই। অনুরূপ বইটির ৪০ পৃষ্ঠায় পাতা-কৃমি দ্বারা বাছুর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে পাতাকৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হইবার তথ্য নাই বলিলেই চলে। তবে বাছুর ফিতাকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, যাহার উল্লেখ বইয়ে নাই। উক্ত পৃষ্ঠায় পরজীবীর আক্রমণে বাছুরের রক্তশূন্যতা দেখা দেয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে রক্তশূন্যতার কখনোই সৃষ্টি হইতে পারে না, বরং কথাটি হওয়া উচিত ছিল রক্তাল্পতা। বইটির ৭৫ পৃষ্ঠায় হাঁস-মুরগীর কলেরা চিকিৎসায় টেরামাইসিন ইনজেকশন ফলদায়ক বলিয়া লেখা হইয়াছে। অথচ কলেরার মত পেটের পীড়ায় ঔষধ ইনজেকশন অপেক্ষা মুখে খাওয়ানোতেই অধিক কার্যকর।

বস্তুতঃ পশু পালন অধ্যায়ের আগাগোড়া পড়িয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, উহা কোন একাডেমিশিয়ান দ্বারা রচিত হয় নাই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক এহেন ত্রুটিপূর্ণ দায়সারা গোছের বই প্রকাশ শুধু দুঃখজনকই নহে, হতাশাব্যঞ্জকও।

—ডঃ এম এ সামাদ, অধ্যাপক, ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়-মনসিংহ।